তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯৩

**পার্বত্য চট্টগ্রামে শেষ হলো প্রবারণা পূর্ণিমার উৎসব**

বান্দরবান, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং আজ বান্দরবান সদরের বিভিন্ন বিহারে প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ফানুস উড়ানো, মহারথ টানা, পিঠা তৈরিসহ নানা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে আজ রাতে বান্দরবান রাজার মাঠে আয়োজন করা হয় এক বর্ণিল অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রংয়ের ফানুস বাতি উত্তোলন আর রং বে রংয়ের আতশবাজি ফোটানোকে ঘিরে দেশি-বিদেশি পর্যটকসহ শতশত মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো বান্দরবান জেলা শহর। ভেদাভেদ ভুলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করে এই উৎসবে।

এই সময় অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অশোক কুমার পাল, পৌরসভার মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম বেবী-সহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/এনায়েত/রফিকুল/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২৩০০ ঘণ্টা

Handout Number : 4092

**Bangladesh wins in the election for membership of UNHCR**

Dhaka, October 11 :

Today, in United Nations General Assembly in New York, Bangladesh has bagged a historic win in the election for the membership of the UN Human Rights Council (UNHRC) for the term 2023-25, by securing 160 votes among 189 casted votes.

This prestigious win is indeed significant as this was the most competitive international election of all candidatures Bangladesh floated since 2018.  Bangladesh, as the highest recipient of votes in Asia Pacific Group, has secured one of the four seats in the UNHRC competing with 7 aspirant countries from the Asia Pacific Group. The other three countries from the region elected were the Maldives (154 votes), Vietnam (145 votes) and Kyrgyzstan (126 votes). Bahrain withdrew their candidature few days ago. Republic of Korea (123 votes) and Afghanistan (12 votes) lost the election. This would be the fifth term of Bangladesh as the member of the 47-member UNHRC. In the previous UNHRC elections, Bangladesh won in 2006, 2009, 2014 and 2018; effectively for all possible terms as per the rules of business of the Council.

The result of this extremely competitive election is a clear manifestation of the recognition by the international community of Bangladesh's continued endeavour and commitment for the promotion and protection of human rights in national as well as international arena. This also nullifies the ongoing smear campaign with falsified and fabricated information, by some politically motivated vested corners at home and abroad, aimed at negatively portraying the human rights situation of Bangladesh. The Ministry of Foreign Affairs joins the whole nation for the celebration of great moment of victory. Bangladesh, as a responsible and responsive Member State of the United Nations and an elected UNHRC member for next three years, remains committed to make all efforts to ensure the promotion and protection of human rights nationally and globally.

State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam has led Bangladesh delegation in the UN General Assembly during the UNHRC election held today.

#

Mohsin/Enayet/Rafiqul/Arafath/Salim/2022/22.30 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯১

**টেকসই ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে**

**-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, টেকসই ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। তবে যেকোনো দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পূর্ব প্রস্তুতি ও সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। আর বর্তমান সরকার সে কাজটি করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল তার মাত্র কিছুদিন পূর্বে সেখানে সচেতনতামূলক মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। এর ফলে তখনকার অগ্নিকাণ্ডে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা নদীবন্দর এলাকা সদরঘাটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়ায়’ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। ওয়ার্ল্ড ভিশন, একশন এইড এবং ব্র্যাকসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার আর্থিক ও বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের কারিগরি সহায়তায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আব্দুল ওয়াদুদ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হায়দার আলী, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (অপারেশন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিল্লুর রহমান এবং স্থানীয় কাউন্সিলর আব্দুস সাত্তার মিয়াজী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যেকোনো দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে দুর্যোগ সহনীয় টেকসই নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পরিকল্পিতভাবে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা হতে মানুষের জানমাল রক্ষার্থে মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা সর্ব সাধারণের কাছে মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত। তারই আধুনিক রূপে উপকূলীয় ও বন্যা উপদ্রুত ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান।

এনামুর রহমান বলেন, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেস্কিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এলক্ষ্যে প্রায় ২৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বন্যা উপদ্রুত ১৯টি জেলার জন্য ৬০টি মাল্টিপারপাস এক্সেসিবল রেস্কিউ বোট সরবরাহ করা হয়েছে।

#

সেলিম/এনায়েত/আরাফাত/সেলিমুজ্জামান/২০২২/২১০০ ঘণ্টা

Handout Number : 4090

**Bangladesh and Kosovo signed visa waiver agreement**

**for the holders of official and diplomatic passports**

Dhaka, October 11:

The Deputy Minister for Foreign Affairs and Diaspora of the Republic of Kosovo is paying a four day official visit to Dhaka to attend the first ever Foreign Office Consultations between Bangladesh and Kosovo. The Foreign Office Consultation was held this morning at the State Guest House Padma where Foreign Secretary (Senior Secretary) Ambassador Masud Bin Momen and the Deputy Foreign Minister Kreshnik Ahmeti led the Bangladesh and Kosovo delegation respectively. During the FOC, the entire gamut of bilateral relations was discussed. After the Consultations, an agreement on visa waiver for the holders of official and diplomatic passports was signed between the two countries.

Yesterday, a Talk was organized at the Foreign Service Academy where visiting  Deputy Foreign Minister of Kosovo presented the key note ‘Kosovo: Development, State Building and Foreign Policy’ and Secretary (West) of the Ministry of Foreign Affairs Ambassador Shabbir Ahmad Chowdhury chaired the session.  Deputy Minister Ahmeti also called on the Minister of State of Cultural Affairs of Bangladesh and he is scheduled to call on the Commerce Minister of Bangladesh tomorrow. Delegation from Bangladesh’s apex business chamber FBCCI and DCCI also met the Deputy Minister and discussed trade relations between Bangladesh and Kosovo.

During the political consultations the Deputy Foreign Minister of Kosovo praised the Bangladesh Peacekeepers who participated in the United Nations Mission in Kosovo (UNIMIK) and a number of possible agreements/MOUs were discussed for further strengthening bilateral relations between the two brotherly countries.

#

Mohsin/Pasha/Rahat/Enayet/Mosharaf/Salim/2022/19.00 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮৮

**সংসদ সদস্য শেখ এ্যানী রহমানের মৃত্যুতে**

**মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চাচাতো ভাই শেখ হাফিজুর রহমানের সহধর্মিনী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ এবং একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন-১৯ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শেখ এ্যানী রহমানের মৃত্যুতে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সংসদ সদস্য শেখ এ্যানী রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

এছাড়া শোক প্রকাশ করেছেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু; পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক; গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম।

#

শাহেদ/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮৭

**সংকট মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ**

**-- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভবিষ্যৎ কৌশল প্রণয়নের ওপরও সরকার অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিউনিসিয়ার তিউনিসে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী ইসলামিক অর্গানাইজেশন অভ্‌ ফুড সিকিউরিটি (আইওএফএস)-এর পঞ্চম সাধারণ সম্মেলনের শেষ দিনে ‘কান্ট্রি ডিবেটে’ অংশ নিয়ে প্যানেল আলোচনায় এসব কথা বলেন।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, পৃথিবী এখন ইতিহাসের এক চরম সংকটকাল অতিক্রম করছে। কোভিড-১৯ মহামারি এবং ইউক্রেন- রাশিয়া যুদ্ধের কারণে মানবজাতির সংকট বেড়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহামারিকালে সফলভাবে খাদ্য সংকট মোকাবিলা করেছে। দেশ বর্তমানের সংকট মোকাবিলায়ও সফল হবে।

আইওএফএস-এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতি এবং বর্তমান ইউক্রেন- রাশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আইওএফএস মডেল হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারে। এসময় তিনি কৃষি ও খাদ্য খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আরো বেশি বিনিয়োগ, গবেষণা ও উদ্ভাবন বাড়ানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আইওএফএস-এর চেয়ারম্যান ছাড়াও কান্ট্রি ডিবেটে সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং কাজাখস্তানের পক্ষ থেকে দেশগুলোর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়াও ওআইসি, আইওএফএসভুক্ত সদস্য দেশ ও পর্যবেক্ষক দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি অংশ নেন।

#

কামাল/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮৬

**পাকিস্তানপ্রেমীদের ব্যালটের মাধ্যমে পরাজিত করতে হবে**

**--মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

রাউজান (চট্টগ্রাম), ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা পরাজয়ের গ্লানি এখনো ভুলতে পারেনি। তাই পাকিস্তানের প্রশংসা করতে তারা কার্পণ্য করে না। যারা বলে পাকিস্তান আমল ভালো ছিল, আগামী নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক পরাজয় নিশ্চিত করতে হবে।

আজ চট্টগ্রামের রাউজানে স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন ।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি এখনও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের এই ষড়যন্ত্র রুখে দেবে। তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকারই সবসময় কাজ করেছে এবং করছে। অন্যরা যখন ক্ষমতায় ছিল, শুধু লুটপাট করেছে। তিনি আরো বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধারা এখন ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। এ ছাড়া অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ত্রিশ হাজার বীর নিবাস নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিনামূল্যে হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন উল্লেখ করে আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, জেলা, উপজেলাসহ দেশের বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা, ওষুধ, টেস্ট যা প্রয়োজন তার সবই বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল, সেসব স্থান সংরক্ষণ করছি। বধ্যভূমিগুলোও সংরক্ষণ করছি। এ ছাড়া যদি কোনো মুক্তিযোদ্ধা মারা যান তাদের একই রকম ডিজাইনের কবর দেয়া হবে, যেন ৫০ বছর পরেও একটি কবর দেখে বোঝা যায়, এটি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার কবর।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের চরম দুর্ভাগ্য ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানপ্রেমী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে অগ্রসরমান এক জাতিকে পশ্চাৎপদতার অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত দেশে পরিণত হতো।

রাউজান উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবদুস সামাদ শিকদারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও চট্টগ্রাম-৬ আসনের সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী, রাউজান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ কে এম এহেছানুল হায়দার চৌধুরী, রাউজান আওয়ামী লীগ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আবদুল ওহাব, রাউজান পৌরসভা মেয়র মোঃ জমির উদ্দিন পারভেজসহ স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রী রাউজানে মাস্টারদা সূর্যসেন স্মৃতি পাঠাগার পরিদর্শন করেন এবং উপজেলা পরিষদ ডাকবাংলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গাছের চারা রোপণ করেন।

#

মারুফ/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮৫

**সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে**

**--বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সমম্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করতে হবে। সমন্বয়হীনতার জন্য অনেক অর্জনই ব্যর্থতায় পরিণত হতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিদ্যুৎ ভবনে হুয়াওয়েই (Huawei) ও পাওয়ার সেলের যৌথ উদ্যোগে ‘Together for a Smart & Green Bangladesh’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গ্রিডের অটোমেশন করা সময়ের দাবি। এটা চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সমন্বয় করবে। তথ্যপ্রযুক্তি ও স্মার্ট ডিভাইসের সংযোজন বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে প্রচলিত গ্রিড থেকে স্মার্ট গ্রিডে রূপান্তরিত করতে প্রযুক্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জনশক্তিকেও দক্ষ করে গড়ে তোলা আবশ্যক। এ সময় ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে চার্জিং গাইডলাইন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তুত করে ফেলেছে।

কর্মশালায় স্মার্ট গ্রিড, ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিয়ে দু’টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। স্মার্ট গ্রিড, সাইবার হামলা প্রতিরোধ, ডিজিটালাইজেশন, অটোমেশনের পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর ক্লিন এনার্জি এবং ইলেকট্রিক যানবাহন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে হুয়াওয়েই প্রযুক্তি (বাংলাদেশ)- এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্যান জানফেং (Pan Junfeng) বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮৪

**‘সুরক্ষা’ সিস্টেম নিয়ে প্রতারণা বিষয়ে সতর্কীকরণ**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম হতে জানা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতারকচক্র সাধারণ মানুষকে ‘সুরক্ষা’ সিস্টেমের মাধ্যমে টিকার বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদানসহ প্রতারণা করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম ‘সুরক্ষা’ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আইসিটি অধিদপ্তর তৈরি করে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

বিভিন্ন প্রতারকচক্র সুরক্ষা সিস্টেমের একাধিক ফিশিং ক্লোন সাইট তৈরি করে সনদ জালিয়াতির চেষ্টা করে, যা পরিলক্ষিত হলে আইসিটি অধিদপ্তর বিটিআরসিতে অভিযোগের মাধ্যমে ক্লোন সাইট বন্ধ করে। সুরক্ষা সিস্টেমটির লিংক- [https://surokkha.gov.bd](https://surokkha.gov.bd/)। টিকা সনদের QR কোড স্ক্যান করলে উক্ত ওয়েবসাইট ব্যতীত অন্য কোনো ডোমেইনে গেলে সে সনদটি ভুয়া ও জাল সনদ। প্রতারকচক্র সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নানারকম বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদানসহ প্রতারণা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সাধারণ জনগণের প্রতি আইসিটি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে উদাত্ত আহ্বান, প্রতারকচক্র হতে অধিক সতর্ক হোন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা প্রদানে সহায়তা করুন। অনিয়ম বা প্রতারণা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করুন।

উল্লেখ্য, সুরক্ষা সিস্টেমে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রকার কারিগরি নিরাপত্তাজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। সুরক্ষা সিস্টেম ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার পূর্বে SQTC (Software Quality Testing and Certification Center) কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত। সিস্টেমটি সরকারের KPI প্রতিষ্ঠান 3-tier (NDC- National Data Center)-এ অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক সুরক্ষা সিস্টেম ব্যবহারের নিমিত্ত ইউজার আইডি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মনোনীত উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছে প্রদান করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কোনো ব্যবহারকারীকে সরাসরি ইউজার আইডি প্রদান করে না। প্রদানকৃত ইউজার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে মনোনীত ব্যবহারকারী প্রতিবার সিস্টেমে লগইন করার সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রদানকৃত ব্যবহারকারীর স্ব স্ব মোবাইলে OTP (One Time Password) নিশ্চিত করেই শুধু সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে।

#

শহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০৮৩

**পানির ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে ওয়াটার গ্রিড লাইন চালু করবে সরকার**

**--স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর ) :

শিল্প-কলকারখানাসহ দেশে পানির ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে গ্যাস-বিদ্যুতের ন্যায় ওয়াটার গ্রিড লাইন স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জন্য সুপেয় পানি নিশ্চিত করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে বলেও জানান তিনি।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে সিনেট ভবনে আয়োজিত 'দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে কমিউনিটিভিত্তিক সুপেয় পানি অবকাঠামোর টেকসই শাসন: কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট প্লাস মডেলের একটি কেস স্টাডি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, দেশে একশোটি অর্থনৈতিক জোন তৈরি হচ্ছে। এছাড়া অনেক নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা হচ্ছে। যেখানে প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হবে। পানির ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে এখন থেকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের পানি লবণাক্ত হওয়া ছাড়াও দেশের কিছু কিছু এলাকায় নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘ন্যাশনাল ওয়াটার গ্রিড লাইন’ তৈরির মাধ্যমে জোন এবং সাব-জোন করে পানি সরবরাহ করতে পারলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।’

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকার ভূ-পৃষ্ঠের পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে উল্লেখ করে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, সারা দেশে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে ওয়াটার ট্রিট প্ল্যান্ট স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে দেশের কোথাও পানির সংকট নেই বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে লক্ষ্য পূরণে দেশ দূর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ নেতৃত্বগুণে ২০৪১ সালের আগেই দেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ বদরুল হাসান সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আইনুল ইসলামের পরিচালনায় সেমিনারে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী, ঢাবির প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, ভূতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক লিয়াকত আলী খান ও ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ফকার দে জ্যাগার।

#

হায়দার/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/লিখন/২০২২/ ১৬৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮২

‍‍‍‍**প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণে মূল অবকাঠামো ও**

**অবয়ব বজায় রাখার আহ্বান সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণে মূল অবকাঠামো ও অবয়ব বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট স্থপতি, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও সংরক্ষণ প্রকৌশলীদের আহ্বান জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। তিনি বলেন, সংস্কার-সংরক্ষণ কাজে যাতে মূল অবকাঠামোর কোনো ক্ষতি না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর লালবাগ দুর্গের সেমিনার হলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর আয়োজিত ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন লালবাগ দুর্গস্থ হাম্মামখানার সংস্কার-সংরক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ক পর্যালোচনা ও অংশীজন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রতন চন্দ্র পন্ডিতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। হাম্মামখানার সংস্কার-সংরক্ষণ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন প্রকল্পটির পরামর্শক বিশিষ্ট স্থপতি অধ্যাপক আবু সাঈদ এম আহমেদ। বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেন প্রকল্পের পরামর্শক অধ্যাপক এ কে এম শাহনাওয়াজ এবং Dr. TMJ Nilan Cooray।

প্রধান অতিথি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে সাংস্কৃতিক সম্পদ ও বৈচিত্র্য রক্ষায় ম্যান্ডেট অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দেশের সংস্কৃতির সুরক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর বলেন, অতীত থেকে বর্তমান সূত্রের রেশ টানা এবং ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশনা দেয়া- এটাই প্রত্নতত্ত্বের মূল তত্ত্ব। তিনি বলেন, হাম্মামখানাসহ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা থেকে অ্যাডাপ্টিভ পদ্ধতিতে পরিবেশসম্মত উপায়ে আরো উন্নত ধারণা বা প্রযুক্তি বেরিয়ে আসবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে লালবাগ দুর্গস্থ হাম্মামখানার সংস্কার-সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস, বাংলাদেশ আয়োজিত US Ambassadors Fund for Cultural Preservation- Small Grants Competition (Fiscal Year 2020)-এ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ‘Restoring, Retrofitting and 3D Architectural Documentation of Historical Mughal Hammam of Lalbag Fort, Lalbag, Dhaka, Bangladesh’ শীর্ষক প্রস্তাবটি অনুমোদন পায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছরপূর্তিকে সামনে রেখে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে লালবাগ দুর্গের হাম্মামখানার সংস্কার-সংরক্ষণের এ পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে।

#

ফয়সল/পাশা/মোশারফ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪০৮১

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার পাচ্ছেন ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর ) :

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের কৃষিখাতে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর ৪৪ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬’ প্রদান করা হচ্ছে। ১৪২৫ বঙ্গাব্দের জন্য ১৫ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার পাবেন। আর ১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য ২৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ পুরস্কার পাবেন।

আজ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬’ প্রদানে উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানান কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক । এসময় কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব বলাই কৃষ্ণ হাজরা এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী জানান, পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য ও ২৫টি ব্রোঞ্জ পদক দেয়া হবে। এছাড়া বিজয়ীদের সনদপত্র, পদক ও নগদ টাকা দেয়া হবে। স্বর্ণপদক প্রাপ্তরা ১ লাখ টাকা, রৌপ্যপদক প্রাপ্তরা ৫০ হাজার টাকা ও ব্রোঞ্জপদক প্রাপ্তরা ২৫ হাজার টাকা পাবেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের চিরবঞ্চিত, অবহেলিত ও চিরশোষিত কৃষকের উন্নয়নে স্বাধীনতার পরপরই যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষি গবেষণায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে বঙ্গবন্ধু সরকারি চাকরিতে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করে কৃষির আধুনিকায়নে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এছাড়া, কৃষি এবং কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে ‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল’ গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর মতোই বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি ও কৃষকবান্ধব। তাই তিনি, কৃষির সাফল্যের অন্যতম কারিগর কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানীসহ কৃষির সাথে সম্পৃক্তদেরকে সম্মাননা জানাতে ও তাদেরকে উৎসাহিত করতে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা প্রবর্তন করেছেন। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার কৃষিকে সম্মানজনক পেশায় পরিণত করেছে।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর কৃষকদরদী নীতি ও কৃষিখাতের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর চিরঅবারিত হাত কৃষিকে করেছে আরো সুসংহত। ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’ প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষিতে আগ্রহী জনশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিজয়ী সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কৃষি ক্ষেত্রে নানাভাবে অবদান রেখে চলেছেন। একইসাথে, কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা দেয়ার ফলে কৃষি পেশার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগামীকাল ১২ অক্টোবর ২০২২ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬ প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে ব্রিফিংয়ে জানানো হয়।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/লিখন/২০২২/ ১৬৩৩ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৮০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৬০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ। এ সময় ৫ হাজার ১৯৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৮৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৭১ হাজার ২০৩ জন।

#

কবীর/পাশা/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৭৯

**একনেকে ৭ হাজার ১৮ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬ প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর):

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ৭ হাজার ১৮ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৬টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়নে ৪ হাজার ৩৬২ কোটি ৬৩ লাখ টাকা, বৈদেশিক অর্থায়নে ২ হাজার ৩৮৬ কোটি ৪৮ লাখ এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ২৬৯ কোটি ৬২ লাখ টাকা।

আজ ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় সভাপতিত্ব করেন।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ‘সীম্যান্স হোষ্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ’ প্রকল্প; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্প যথাক্রমে ‘Improving the reliability and safety on National Highways Corridors of Bangladesh by Introduction of Inteligent Transport System (ITS)’ প্রকল্প এবং ‘ঘোনাপাড়া হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সমাধিসৌধ (শেখ লুৎফর রহমান সেতু এ্যাপ্রোচসহ) সড়কাংশ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ’ প্রকল্প; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বগুড়াস্থ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর (বাবিবা) ফ্লাইং স্কুলকে ‘কেন্দ্রীয় বৈমানিক মান সনদ ও ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর্স প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এ রূপান্তর’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাঙন রোধকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ’ প্রকল্প; শিল্প মন্ত্রণালয়ের ‘ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ‘খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি’ প্রকল্প।

পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সিনিয়র সচিব ও সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

 শাহেদ/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/শামীম/২০২২/১৪২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৭৮

**শীঘ্রই বাংলাদেশ ও কসোভোর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর ) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সাথে কসোভোর উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী Kreshnik Ahmeti দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে শীঘ্রই বাংলাদেশ ও কসোভোর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে দুই নেতা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আজ সকালে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, চুক্তিটির খসড়া কসোভোতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এক মাস আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পেয়েছি। চুক্তিটিতে সামান্য কিছু সংশোধন রয়েছে। এটি স্বাক্ষরের বিষয়ে আমরা পুরোপুরি একমত। আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং ও মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হলে আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

কসোভোর উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী Kreshnik Ahmeti বলেন, সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আমি সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদলকে যথাশীঘ্র কসোভোর রাজধানী প্রিস্টিনা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। সেখানে দুই দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

কে এম খালিদ বলেন, ইতোমধ্যে বিশ্বের ৪৫টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মধ্যে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে সর্বশেষ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

কসোভোর উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। অন্যদিকে সার্বিয়ান আগ্রাসনের কারণে কসোভোর লোকজনও উপযুক্ত শিক্ষাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলো। সে বিবেচনায় দু'দেশই একই ধরনের ইতিহাসের অংশীদার।

Kreshnik Ahmeti বলেন, ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কসোভোকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয়ার পর দেশটি বাংলাদেশে দূতাবাস চালু করে। তাছাড়া দু'দেশের কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীরা যাতে ভিসা ছাড়াই চলাচল করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা চলছে। কসোভোকে উৎসবের দেশ উল্লেখ করে তিনি বলেন, কসোভোতে প্রতিবছর বেশকিছু চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এসব উৎসবে বাংলাদেশকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বিষয়টি সহজতর হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বৈঠকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' বিষয়ক একটি উপস্থাপনা পেশ করেন।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে রিপাবলিক অব কসোভো'র এশিয়া ও ওশেনিয়া বিভাগের প্রধান Berisha Lirijie, বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত Guner Ureya, পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার Imri Hoxha, রিপাবলিক অব কসোভো দূতাবাসের উপ-মিশন প্রধান Visar Kluna এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ইমরুল চৌধুরী, যুগ্মসচিব সুব্রত ভৌমিক, উপসচিব মোহাম্মদ খালেদ হোসেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক অনির্বাণ নিয়োগী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/ইমা/২০২২/১৩৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৭৭

**বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১২ অক্টোবর ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬’ প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এবং পুরস্কার বিজয়ীদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীনের পর কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নদীমাতৃক এ দেশে কৃষি অর্থনীতি সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি। তাই তিনি গরিব কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন এবং পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির সিলিং নির্ধারণ করেন। কৃষকদের মধ্যে কৃষিপণ্য বিতরণের পাশাপাশি তিনি কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব দেন। এজন্য কৃষি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনে উদ্যোগী হন এবং গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা করেন। তিনি সবুজ বিপ্লব তথা কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তাই কৃষি উন্নয়নে অনুপ্রেরণা জোগানোর লক্ষ্যে কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে ‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল’ গঠন করেন এবং জাতীয় পর্যায়ে ‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার’ প্রবর্তন করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সব সময়ই কৃষিখাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। আমরা দেশব্যাপী ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। এতে কৃষিনির্ভর শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে আমরা উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ অনুসরণে ফসল উৎপাদন, আধুনিক প্যাকিং হাউস নির্মাণ, অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। আমাদের সরকার ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬’ প্রবর্তনের মাধ্যমে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার’-কে আইনগত ভিত্তি প্রদান করেছে। কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এ পুরস্কার পাচ্ছেন, যা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করছে ।

করোনা মহামারির মধ্যেও কৃষি নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগানের পাশাপাশি অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৃষিখাতে আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে খোরপোষের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ শীর্ষ ১০-এ স্থান করে নিয়েছে। কৃষিজমি কমতে থাকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী প্রকৃতিতেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উদাহরণ। আমাদের লক্ষ্য কৃষিখাতে বর্তমান প্রয়াসকে আরো বেগবান করে ২০৩০ সালের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সকলের সহযোগিতায় এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা সফল হব, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মাহমুদা/ইমা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৭৬

**বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১২ অক্টোবর ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬’ প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬’ প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যারা বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ পুরস্কার কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরো উৎসাহিত করবে এবং কৃষির চলমান অগ্রযাত্রাকে বেগবান করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আবহমান কাল থেকে দেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের জীবন-জীবিকা, কর্মসংস্থান, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কৃষিকে ঘিরে। আয়তনে ছোটো ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ দানাদার খাদ্যের উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের কাতারে রয়েছে। মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনেও দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে বাংলাদেশের দৃশ্যমান এ সাফল্যের সূচনা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে। স্বাধীনতার পরপরই তিনি কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন করেন। তাঁর দেওয়া প্রথম উন্নয়ন বাজেটের ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১ কোটি টাকাই ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই বর্তমান সরকার কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারি অর্থায়নে বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে উদ্ভাবিত হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল এবং বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী পরিবেশ সহনশীল বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তি যা দেশের সার্বিক কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষিক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার যথাযথ ব্যবহারে কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণবিদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সাফল্য তার মূল বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে একটি টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই বুনিয়াদের ওপর ভর করে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আমি আশা করি, কৃষিখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে তাদের জ্ঞান, মেধা ও শ্রম দিয়ে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে অবদান রাখবেন।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬’ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

**খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”**

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/মাহমুদা/মাসুম/২০২২/১০০০ ঘণ্টা